Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ১৮৯

তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে৷ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্দ্ধ জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০**' এবং '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

২৮/০৩/২০১৯
ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

....
....
....

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ৯৯০

তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০**' এবং '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
২৮/০৩/২০১৯

সভাপতি
বিকেএমইএ
২৩/১, হাতিরঝিল লিংক রোড-২
ঢাকা।

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ১৯৯ তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'** এবং **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

২৮/০৩/২০১৯
ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

সভাপতি
বিজিএমইএ
২৩/১, হাতিরঝিল লিংক রোড-২
ঢাকা।

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ১৯৬

তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'** এবং **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

২৮/০৩/২০১৯
ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

সভাপতি
এফবিসিসিআই
৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ৯৯৭

তারিখ: ২৮/০৬/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'** এবং **'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'** এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
২৮/০৬/২০১৯

চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ১১৮

তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯

বিষয়: "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" কার্যক্রমে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা সেক্টর ভিত্তিক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। আপনি আরও অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) পদার্পণ করেছে। উৎপাদন শিল্পখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতের মূল্য সংযোজন ২২.৯% যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫% এ উন্নিত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে উৎপাদনশিল্প খাতে কর্মসংস্থান ১৪.৪% যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫% এ উন্নিতকরণের লক্ষমাত্রা নিয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এ খাতের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই।

০৩। বাংলাদেশের '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এ উৎপাদন শিল্পকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (১) কুটির শিল্প (২) মাইক্রো শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাঝারি শিল্প এবং (৫) বৃহৎ শিল্প। উক্ত শিল্পশ্রেণির আলোকে শুধুমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিবিএস কর্তৃক "উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ" Survey of Manufacturing Industries (SMI) পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দেশব্যাপী ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু করে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

০৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন শিল্পের যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হবে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এর অঞ্চল-জেলা ভিত্তিক অবস্থান; উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও স্থায়ী সম্পদ; উৎপাদিত পণ্যের প্রকার/পরিমাণ, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তার উৎস; জ্বালানির ব্যবহার; বিনিয়োগের পরিমাণ, Gross Value Added এবং দেশজ উৎপাদনে বা GDP-তে অবদান; প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০**' এবং '**জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬**' এর আলোকে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **পরিসংখ্যান আইন-২০১৩** কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এসকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হবে যার উপর ভিত্তি করে SDG সংক্রান্ত বিভিন্ন Indicator প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থাসহ তার আওতাধীন সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

২৮/০৩/২০১৯

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বেপজা কমপ্লেক্স
বাড়ি নং-১৯/ডি, রোড-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা